এতিমান

একটি বঞ্চিত শিশুর দায়িত্ব নিন

সেবা উত্তম ইবাদত

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

quantummethod.org.bd

আমরা দায়িত্ব নিয়েছি

কেউ নিয়েছেন একটি শিশুর দায়িত্ব, কেউ দুটি, তিনটি বা তারও বেশি। আবার কয়েকজন মিলেও নিয়েছেন এ দায়িত্ব। তাদের বিশ্বাস–এতিমের মাথার ওপর যার হাত থাকে, স্রষ্টার রহমত তার ওপর থাকে। এমনই কয়েকজনের অনুভূতি দেয়া হলো–

এমন একটি উদ্যোগের সাথে যুক্ত থাকতে পারছি ভাবতেই ভালো লাগে

ডা. রোখ্‌সানা রেজা

বছর কয়েক আগে বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ পরিদর্শন করার সময় দেখেছি–শিক্ষার্থীরা এখানে যে মমতা ও ভালবাসায় বেড়ে উঠছে তা সত্যিই অভূতপূর্ব। এরপর সিদ্ধান্ত নিলাম, এতিম ও অবহেলিত এ শিশুদের একজনের দায়িত্ব আমি নেব। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে আমার আত্মিক প্রশান্তি অনেক বেড়ে গেছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে এতিম লালনের মতো এ মহৎ উদ্যোগের সাথে আমি নিজেও যুক্ত থাকতে পারছি, ভাবতেই ভালো লাগে।

[প্রাক্তন মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন এডভাইজার, ইউএনএইডস, ঢাকা]

তিনটি শিশুর দায়িত্ব নিয়েছি

মেজর (অব) এ কে এম আসাদুল হক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিশুদের শিক্ষা ও ক্রীড়ায় সাফল্যের কথা যত শুনি, আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। ২০১৮ সালে একটি প্রোগ্রামে গুরুজী এই শিশুদের দায়িত্ব নেয়ার আহ্বান জানালেন সবাইকে। সেদিনই সিদ্ধান্ত নিই আমি একটি শিশুর দায়িত্ব নেব। কিছু বাধা থাকলেও আমি সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। পরদিনই জানলাম আমার বেতন ১০% বেড়ে গেছে। আরো একটি শিশুর দায়িত্ব নিলাম। এরপর মরহুম মা-বাবার মাগফেরাতের নিয়তেও একটি শিশুর দায়িত্ব নিয়েছি। এখন আমি তিনটি শিশুর আত্মিক অভিভাবক।

[হেড অব ম্যানড সিকিউরিটি সার্ভিসেস, গার্দা শিল্ড]

টিউশনির উপার্জন থেকে এতিমের অর্থ জমা দেই

সেমন্তী তাহরীন

এতিমান সম্পর্কে যখনই জানলাম, অসাধারণ এই সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাই নি। আমার মা ও বোনকে জানালাম। তারাও যুক্ত হতে চাইলেন। তাদেরকে সাথে নিয়ে আমি একটি শিশুর দায়িত্ব নিলাম। টিউশনির উপার্জন থেকে আমি প্রতি মাসে এতিমান কার্যক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দেই। এরপর থেকে আমার নিজের প্রতিও এক ধরনের দায়িত্ববোধ তৈরি হয়েছে।

[শিক্ষার্থী, ৪র্থ বর্ষ, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি]

দুবছরের অর্থ অগ্রিম পেলাম

ওবায়েদুল হক পাটোয়ারি

গুরুজী আহ্বান জানানোর পর সাহস নিয়ে একটি শিশুর দায়িত্ব নিলাম। যে মাসে আমি দায়িত্বটি নিলাম, সে-মাসেই একটি সুখবর এলো। শিক্ষকতার পাশাপাশি যেহেতু আমি গবেষণা করি, নতুন একটি গবেষণার কাজ হাতে পেলাম। সাথে অগ্রিম অর্থায়নও করা হলো আমাকে, যা অপ্রত্যাশিত ছিল। দুবছর একজন এতিমের জন্যে যে পরিমাণ অর্থ লাগবে, সেই পরিমাণ অর্থ আমি পেয়ে গেলাম। এতিমের দায়িত্ব নিলে বাকি ব্যবস্থা স্রষ্টাই করে দেন।

[সহকারী অধ্যাপক, শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

এই শিশুদের সাফল্য দেখে দানের স্পৃহা বেড়ে যায়

ডা. রওগন আরা

দেশে অনাথ শিশু, পথশিশু অনেক আছে। আর এদের জন্যে আমার সবসময় কিছু করার ইচ্ছে ছিল। আমি একা কতটুকুই-বা করতে পারব, এই ভেবে কখনো কিছু করা হয় নি। কিন্তু যেদিন থেকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে এতিমান কার্যক্রমের নাম শুনেছি, সেদিন থেকেই আমি এ বিষয়ে খুব আগ্রহী। আমি এখন একটি শিশুর আত্মিক অভিভাবক। লামায় এই শিশুরা যেভাবে বেড়ে উঠছে, তাদের সাফল্য দেখলে আমার দানের স্পৃহা আরো বেড়ে যায়।

[মেডিকেল অফিসার, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, খুলনা]

আমার এখন চারটি সন্তান

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

এতিমান কার্যক্রমে দুটি শিশুর আমি আত্মিক অভিভাবক। ব্যক্তিগত জীবনেও আমি দুই সন্তানের জনক। সবমিলিয়ে চারটি শিশুর অভিভাবক আমি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, তিনি আমাকে এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছেন। আমি ফাউন্ডেশনে অন্যান্য খাতেও নিয়মিত দান করি। দানের এ অভ্যাস আমাকে আত্মিক প্রশান্তি দেয়।

[ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এভারগ্রিন প্যাকেজিং এন্ড এক্সেসরিজ লি. চট্টগ্রাম]

উপার্জনে বরকত এসেছে

মো. হাসান মূর্তজা

এতিমের দায়িত্ব নিয়েছি প্রায় দুবছর হলো। শুরুতে একটি টিমের সাথে আমি আংশিকভাবে যুক্ত হই। পরে আরো একটি টিমের সাথে এতিমের দায়িত্ব নিই। দুটো টিমেই সমানভাবে দান করছি। আমার উপার্জনে বরকত এসেছে এবং মানসিক প্রশান্তি বেড়েছে। এখন শুধু বিপদের সময়ে নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই দানের রহমত অনুভব করছি।

[ব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক লি. ধর্মতলা রোড শাখা, নারায়ণগঞ্জ]

মানসিক প্রশান্তি বেড়েছে

নৃত্য রঞ্জন দত্ত পুরকায়স্থ

২০০৩ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে আমি দানের গুরুত্ব অনুভব করি। এরপর ২০১৮ সালে ফাউন্ডেশন থেকে এতিমান কার্যক্রমে অংশ নিতে আহ্বান জানানো হয়। সাথে সাথেই আমি সুযোগটি গ্রহণ করি। আমার পরিবারের সদস্যরা মিলে একটি এতিম শিশুর দায়িত্ব নিয়েছি। প্রতি মাসে এই দায়িত্ব পালন করতে পারছি ভাবলেই মানসিক প্রশান্তি আরো বেড়ে যায়।

[উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট শাখা]

পাঁচটি শিশুর অর্থ সংগ্রহ করি

হোস্নে হক

আমি প্রতি মাসে পাঁচ জন এতিমের খরচের টাকা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে জমা দেই। একটি শিশুর পুরো দায়িত্ব আমি নিজে নিয়েছি। বাকি চার জনের টাকা আমি আমার আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে সংগ্রহ করি। প্রতি মাসে বা নির্দিষ্ট সময় পর পর আমি তাদেরকে মনে করিয়ে দেই। এই অর্থ চাইতে আমার একটুও সংকোচবোধ হয় না। কারণ আমি জানি, এতিমদের সাহায্য করার মতো ভালো কাজ আর হতে পারে না। এই বিশ্বাস নিয়েই আমি কাজটি নিয়মিত করছি।

[গৃহিণী]

সাহস করে দায়িত্ব নিয়েছি

বিপ্লব মন্ডল

গত বছর একজন এতিমের দায়িত্ব আমি নিই। তখন আমার বেতন আশানুরূপ ছিল না। শুধু বিশ্বাসের জোরে আমি দায়িত্ব নিয়েছিলাম। স্রষ্টার কৃপায় কিছুদিনের মধ্যে আমার ভালো আরেকটি চাকরি হয়ে গেল। আমার স্ত্রী একজন শিক্ষক। তিনিও একটি শিশুর আত্মিক অভিভাবক। আমি মনে করি, এই দায়িত্বের জন্যে সাহসটা জরুরি।

[গভর্ন্যান্স এন্ড মোবিলাইজেশন অফিসার, ইউএনডিপি, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন]

সন্তানরা সুস্থ আছে

খতিজা বেগম

পাঁচ বছর বয়সে আমার মেয়ের থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ে। ছমাস পর ছেলেরও একই রোগ হলো। ডাক্তার বললেন, ওষুধে কাজ না হলে প্রতি মাসে রক্ত দিতে হবে। ২০১১ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমি দান সম্পর্কে জানলাম। তখনই ওদের সুস্থতার নিয়তে একটি এতিম শিশুর আত্মিক অভিভাবক হলাম। সেই থেকে এতিমান কার্যক্রমে নিয়মিত দান করে যাচ্ছি। আল্লাহর রহমতে আমার সন্তানরা এখন সুস্থ আছে, তারা লেখাপড়াতেও বেশ মনোযোগী। এই নয় বছরে তাদের রক্ত নেয়ার কোনো প্রয়োজন হয় নি।

[গৃহিণী]

পরিচিতদেরও উদ্বুদ্ধ করছি

এডভোকেট এ এফ এম সাইফুল করিম

কোয়ান্টামে যেভাবে অবহেলিত শিশুরা লেখাপড়া ও খেলাধুলায় পারদর্শী হয়ে উঠছে, তা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একজন এতিমের লালনপালন এত সুন্দরভাবে করতে পারতাম কিনা আমি সন্দিহান। তাই আমার স্ত্রীসহ আমি এতিমান কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছি। লক্ষ করছি, সংসারের সব খরচ শেষে বাড়তি কোনো চাপ পড়ছে না। পরিচিতদেরও আমি এ কার্যক্রমে অংশ নিতে সাধ্যমতো উদ্বুদ্ধ করি।

[আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট]

সন্তানের কল্যাণের নিয়তে এতিমের দায়িত্ব নিয়েছি

কাজী সাহানা সাঈদ

আমার দ্বিতীয় সন্তানটির ছোটবেলায় এক ধরনের অটিজম ধরা পড়ে। ডাক্তার বলেছিলেন, ও সাধারণ ছাত্রদের স্কুলে পড়তে পারবে না। কোয়ান্টামের সাথে আমি প্রায় এক যুগ ধরে যুক্ত আছি। একবার কোয়ান্টামের এক প্রোগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা হলো, নিজের সন্তানের সমস্যা সমাধানে কোনো অবহেলিত শিশুর দায়িত্ব নিতে। সে-সময় থেকে গ্রামের অবহেলিত একটি মেয়ের দায়িত্ব নিই। তারপর আমার ছেলের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

এরপর সে যখন মেডিটেশন শিখল, তখন থেকে অবস্থা আরো ভালো হতে থাকল। সে সাধারণ ছাত্রদের সাথেই একটি স্কুলে লেখাপড়া করল। জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেল।

তারপর সে পড়তে চাইল বিজ্ঞান বিভাগে। এবারও ডাক্তার বললেন, ও পারবে না। ওর সাফল্যের নিয়তে কোয়ান্টামে একজন এতিমের দায়িত্ব নিলাম। আমার ছেলে এসএসসিতে জিপিএ ৫ পেল, তা-ও বিজ্ঞান বিভাগ থেকে। এবছর সে ঢাকার নটরডেম কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেয়েছে। নিয়মিত দান ও এতিমের দায়িত্ব নিলে আল্লাহ যে অফুরন্ত কল্যাণ দেন, আমার সন্তানের এ সাফল্য তারই প্রমাণ।

[ম্যানেজার, কাস্টমার কেয়ার, হেড অফিস, আইএফআইসি ব্যাংক]

মা বলেন, এতিমকে না খাইয়ে আমরা খাব না

মো. আল-মামুন

মাসের শুরুতে আমার এবং পরিবারের প্রথম কাজটি হলো কোয়ান্টামে একজন এতিমের মাসিক খরচটা দিয়ে দেয়া। তারপর আমরা সংসারের অন্যান্য খরচ করি। এ-ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন আমার মা। তার কথা হলো, এতিমকে না খাইয়ে আমরা খাব না। একবছর ধরে আমরা এর সাথে যুক্ত আছি। তখন থেকেই পারিবারিক প্রশান্তি অনেক বেড়ে গেছে।

[সহকারী শিক্ষক, খিলবাড়ীরটেক ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

আরো অনুভূতি জানতে **feelings.quantummethod.org.bd**

নিজে অসহায় সন্তান রেখে মারা গেলে, মৃত্যুকালে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার মনে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকত, সেই একই অনুভূতি এতিমের প্রতি প্রদর্শন করো। আল্লাহ-সচেতন থাকো, হক কথা বলো, সুবিচার করো।

আল কোরআন ॥ সূরা নিসা : ৯

নবীজী (স) তাঁর একহাতের দুটো আঙুল দেখালেন এবং বললেন, 'আমি এবং একজন এতিমের লালনপালনকারী বা দায়িত্ব গ্রহণকারী এভাবে জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করব।'

আল হাদীস ॥ সহল ইবনে সাদ (রা) বর্ণিত : বোখারী, মুসলিম

এসো প্রভুর সেবক হই! গরীব ও অভাবীদের দান করি।

ঋগ্‌বেদ : ১.১৫.৮

প্রকৃত নিরন্ন মানুষকে যে অন্ন দান করে,
সে পরলোকে স্বর্গে গমন করবে।

বুদ্ধবাণী ॥ ইতিবুত্তক : ২৬

তুমি কোনো বিধবা বা অনাথের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না। যদি তা করো এবং তারা আমাকে ডাকে, আমি অবশ্যই তাদের কান্না শুনতে পাব।

বাইবেল ॥ এক্সোডাস ২২ : ২২-২৩

এতিমের দায়িত্ব চিরন্তন

নবীজীকে (স) উদ্দেশ্য করে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'তিনি (আল্লাহ) কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পান নি এবং তারপর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি? পথহারা অবস্থা থেকে তিনি কি তোমাকে সত্যপথের সন্ধান দেন নি? নিঃস্ব অবস্থা থেকে তিনি কি তোমাকে অভাবমুক্ত করেন নি? অতএব তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার কোরো না।'

[সূরা দোহা : ৬-১০]

নবীজী (স) এই দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন। নিজে এতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করেছেন। এতিমের দায়িত্ব পালনের যে নির্দেশনা নবীজীর (স) মাধ্যমে আল্লাহ দিয়েছেন, কোয়ান্টামের এতিমান কার্যক্রম সে আলোকেই পরিচালিত হচ্ছে।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ অবহেলিত শিশুদের আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত উদ্যোগে একজন এতিমকে আমরা যতটা দক্ষ, যোগ্য ও নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব, তার চেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ প্রক্রিয়ায় পারব আরো ভালোভাবে।

এতিমান একটি দায়িত্ব। জাতিধর্মনির্বিশেষে দেশের এতিম ও অবহেলিত দুই সহস্রাধিক শিশুর দায়িত্ব নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। প্রতি বছর এ সংখ্যা বাড়ছে। আগামী বিশ্বের জন্যে বঞ্চিত শিশুদের সৎ ও দক্ষ মানুষরূপে গড়ে তোলাই এতিমান কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

এই শিশুরাই পারবে

পড়াশোনা ও খেলাধুলায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা অর্জন করছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাফল্য। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত বঞ্চিত শিশুদের এ শিক্ষালয়টি বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করেছেন দেশবরেণ্য গুণী ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যক্ত করেছেন তাদের আশাবাদ।

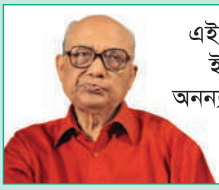

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পৃথিবীর ইতিহাসে সফলতার এক অনন্য উদাহরণ রেখে যাবে।

প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক
ডা. নুরুল ইসলাম

কোয়ান্টামের উদ্দেশ্য মানবসম্পদ তৈরি, যার সার্থক দৃষ্টান্ত কোয়ান্টারা।

প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক
ডা. এম আর খান

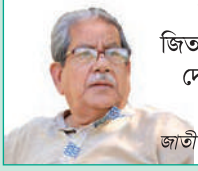

'অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবই'–তোমাদের এ প্রত্যয় দেখে বিশ্বাস হচ্ছে, তোমরা অবশ্যই পারবে।

জাতীয় অধ্যাপক **ড. আনিসুজ্জামান**

এই বিদ্যানিকেতন থেকে একসময় অনেক আলোকিত মানুষ গড়ে উঠবে, যারা বাংলাদেশ ও বিশ্বের মানুষের কল্যাণ বয়ে আনবে।

জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে.(অব.)
ডা. আব্দুল মালিক

এত প্রত্যন্ত এলাকায় যে কর্মযজ্ঞ হচ্ছে, তা না দেখলে কখনো ভাবতে পারতাম না। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে এ যেন এক টুকরো স্বর্গ।

প্রয়াত কবি ও সাহিত্যিক
সৈয়দ শামসুল হক

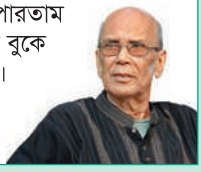

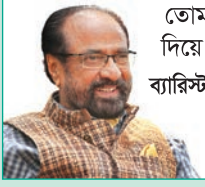

তোমরা যে পারো, তা ইতোমধ্যেই তোমাদের সাফল্যগুলোর মধ্য দিয়ে তোমরা করে দেখিয়েছ।

ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম
বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা

খুবই আশা জাগে যখন ওদের বলিষ্ঠ প্যারেড দেখি। অলিম্পিকে ওরা প্রতিবার ৫টা/১০টা গোল্ড মেডেল আনবে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

তোমাদের আত্মবিশ্বাস, সঙ্ঘবদ্ধতা, জয় করার আকাঙ্ক্ষা এবং অঙ্গীকার–সবকিছু মিলিয়েই তোমাদের আজকের অর্জন।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
কামাল লোহানী

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের বলতে চাই, তোমাদের জন্যে স্কাই ইজ দ্য লিমিট! আমার বিশ্বাস– তোমরা পারবে।

পরমাণুবিজ্ঞানী
ড. এম শমশের আলী

আপনার দানের অর্থে ওদের হাসি থাক অমলিন

নিয়ত করে দায়িত্ব নিন

নিজের সন্তানের পরিপূর্ণ বিকাশে, সুস্থতার নিয়তে, মা-বাবার নামে, মৃত স্বজনের অনন্ত প্রশান্তি কামনায়, মনছবি বাস্তবায়নে, কল্যাণের পথে থাকার নিয়তে হতে পারেন এই শিশুদের আত্মিক অভিভাবক।

ফাউন্ডেশনের সেবা কার্যক্রমের ভিডিও
ভ্রূণ থেকে কবর

একটি শিশুর মাসিক খরচ ৮,০০০/-

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের একটি শিশুর লেখাপড়া, পোশাক, আবাসন, খাবার, চিকিৎসা, সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমসহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজন মাসে ৮,০০০ টাকা। একজন দাতা প্রতি মাসে এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে অথবা কয়েকজন মিলে টিম করেও এক বা একাধিক এতিমের দায়িত্ব নিতে পারেন। এ কার্যক্রমে অংশ নিতে যোগাযোগ করুন ফাউন্ডেশনের যে-কোনো কার্যালয়ে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭। **ফোন :** ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩
E-mail : info@quantummethod.org.bd
কাকরাইল : ১/১ পায়োনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, কাকরাইল ঢাকা-১০০০। **ফোন :** ৯৩৫৫৭৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

সেন্টার-শাখা-সেলের ঠিকানা